ক্ষমতা

হাসানআল আব্দুল্লাহ

প্রথম দৃশ্য

[পর্দা উঠতে উঠতে কবিতা ভেসে আসে]

ক্ষমতাকে সবাই ভালবাসে—
সবার পছন্দ, সানন্দে গ্রহণ করে।
ক্ষমতা সবার প্রিয়
চাওয়া পাওয়ার অন্যতম প্রধান আধার
ওর জন্যে মরতেও প্রস্তুত মানুষ
সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে
ওর দিকে ছুটে যেতে চায় সবাই
সময়ের নির্মমতাকে ভুলে যেতে
ক্ষমতার কাছে সমর্পিত
হয় নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবক;
হ্যাঁ, আমাদের ক্ষমতার কথা
আমাদের ক্ষমতার ক্ষমতার কথা
আমরা শুনতেও চাই . . .

আমাদের শক্তিকেও পরখ করে নিতে চাই খানিকটা . . .

(দলীয় নেতাদের সাথে মত বিনিময় সভা। দর্শক স্রোতাদের সারিতেও বসে আছেন কিছু নেতাকর্মী। তাছাড়া মঞ্চের মাঝখানে একটি পোডিয়াম দর্শকদের দিকে মুখ করা। তার উভয় পাশে আড়াআড়ি ভাবে দুই-দুই চার সারি চেয়ার। চেয়ারগুলোয় যারা বসেছিলো ক্ষমতার প্রবেশের সাথে সাথে উঠে দাঁড়ায়। ক্ষমতা আস্তে আস্তে হেঁটে, হাত নেড়ে, মুচকি হাসি দিয়ে পোডিয়ামের পিছনে দাঁড়াতেই দুই দিক থেকে হাততালি, হাততালি দর্শকদের ভেতর থেকেও।)

ক্ষমতাঃ আমি আপনাদের জন্যে আমার সর্বস্ব উজাড় করে দেই। আপনারা যখন যেভাবে চান, আমি তখন সেখানে ছুটে যাই তড়িঘড়ি করে। জানি, আমার সাথে অর্থের একটা যোগসূত্র আছে। আমি তাই আপনাদের জন্যে অর্থকরি উপায়ে কাজে লেগে যাই। আমি দুর্বলকে সবল করতে পারি, সবলকে করি আরো বলবান। আমি যে দিকে তাকাই সে দিকের সবাই একযোগে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মনে সুখ আসে, কাজে অগ্রগতি আসে, সময়ে আসে নতুন তরঙ্গ। কঠিন কাঠোর হই, আবার উষ্ণ ভালবাসা দিয়ে ভরিয়ে তুলি চারদিক। ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ শহরে, মাঢ়ি, মড়ক ও আকালে আমি কাল হয়ে ছুটে আসি। বন্যায় হই বাধ, বা আকাশের হেলিকপ্টার। আমার চলার গতি সর্বদা দুরন্ত দুর্জয়। তবে আমি কখনোই দুস্থের সাথে নই; দুর্বলেরা ভিরু, আমার কাছে তাদের চাওয়ার কিছু থাকে না। আমি ঝড় বা ঝঞ্ঝাবর্তে; যুদ্ধ বা মহাপ্রলয়ে বিজয়ীর হাসি হেসে নিজেকে জাগিয়ে রাখি অনন্ত কাল।

আকসারঃ (চেয়ারে বসা কোনো একজন) ম্যাডাম, ওরা যে সংস্কারের কথা বলে।

ক্ষমতাঃ সংস্কার! আমার অভিধানে এই শব্দটি খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনেক আগেই ওকে ঘাড় ধরে ঝেটে বিদায় করে দিয়েছি। সংস্কারের সম্মোহনে আমাকে বাঁধা যাবে না। তবে, আপাতত ওদের কথায় কোনো উচ্চবাচ্চ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ভাবখানা এমন যে যা করছো সবই মেনে নেবো। কিন্তু আমার নামতো আপনারা সবাই জানেন, ক্ষ—ম—তা।

যদ্যপিঃ (অন্যপাশের সারি থেকে আরেকজন) ম্যাডাম, প্রথমে আপনাকে কুর্ণিশ করছি। আমার বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষের সালাম রইলো আপনার প্রতি। আপনার মতো এমন মহান শক্তিধর আমি এই পৃথিবী পাড়ায় আর খুঁজে পাইনি। আপনার বুদ্ধি, আপনার বিবেচনা, আপনার অর্থ, আপনার যশ . . .

যদু: (পাশ থেকে দাঁড়িয়ে যদ্যপির কানে কানে বলে, কিন্তু অন্যরাও শুনতে পায়) আবার যেনো আপনার অশিক্ষা বলে ফেলেন না!

যদ্যপি: (যদুকে) গাধা কোথাকার; আমি রিহারসেল করে আসিনি! বস তুই। (ক্ষমতাকে) থুক্কু ম্যাডাম, বেয়াদপি ক্ষমা করবেন। তো যা বলছিলাম, আপনার বুদ্ধি আপনার বিবেচনা আপনার যশ কোনোটারই তুলনা হয়না। আমরা কজন বার-এট-ল এই জন্য আপনাতে মুগ্ধ। তবে বলছিলাম কি আমাদের ভেতরেও স্পাই আছে। বেড়ারও কান আছে . . .

ক্ষমতা: এই ব্যাটা বার-এট-ল কয় কি! ভেড়ারও কান আছে! থাকবেনা কেনো! সেকি পশু নয়! আপনাদের যতো সব মুর্খ প্যাচাল। (হাত দিয়ে ইশারায়) বসেন আপনি। . . . (দর্শকদের দিকে) আমার নাম ক্ষমতা।

(দুইপাশ থেকে সবাই দাঁড়িয়ে সমস্বরে)

—আনবো দেশে সমতা
—সমানে মোদের ক্ষমতা

—ক্ষমতার ভাগাভাগি
—মানি না মানবো না

ক্ষমতা: (সামনে রাখা গ্লাস থেকে এক ঢোক পানি খেয়ে আবার) আমি আপনাদের যা যা বলি অক্ষরে অক্ষরে ফলো করবেন। আমি আপনাদের সাথে আছি। সামনে আছি। পিছে আছি। আমি ছিলাম আমি আছি আমি থাকবে।

(স্লোগান শোনা ওঠে)

—আমাদের ক্ষমতা
—আনবে দেশে সমতা

—ক্ষমতার ভাগাভাগি
—মানি না মানবো না

দ্বিতীয় দৃশ্য

(মঞ্চের দুই পাশ থেকে দু'জন নাচতে নাচতে ছুটে আসে। নাচে পুরো মঞ্চ জুড়ে। ব্যাকগ্রাউন্ডে শোনা যায় গান; ওরা নাচে গানের তালে তালে)

(গানের কথা)

ক্ষমতার ক্ষমতায়
থাকি মায়া মমতায়
আমাদের যমও চায়
আমরাই হাসি;
ভালবাসি
ক্ষমতাকে বড়ো ভালবাসি।

(পজ)
(অডিয়েন্স থেকে স্লোগান)

—ক্ষমতার ভাগাভাগি
—মানি না মানবো না

(স্লোগান দুই বার শোনা যায়। এ সময়ে গান বন্ধ থাকলেও নাচের মুদ্রা চলতে থাকে।)

(গান ভিন্ন তাল ও ভিন্ন নাচের মুদ্রার সাথে)

ধরা ছোওয়ার বাইরে থাকি
নাইরে নাইরে নাইরে নাকি!
ঠকাই এবং দেইরে ফাঁকি
আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে
ধরে রাখি সারাজীবন
ক্ষমতার এই খনিটাকে।।

(আগের তাল ও লয়ে)

ক্ষমতাকে বড়ো ভালবাসি
সারাবেলা দেখতে চাই
ক্ষমতার হাসি।।

(অডিয়েন্স থেকে আবার স্লোগান)

—আসবে দেশে সমতা
—এগিয়ে চলো ক্ষমতা

—ক্ষমতার ভাগাভাগি
—মানি না মানবো না

তৃতীয় দৃশ্য

(ক্ষমতার লিভিং রুম। একটি গদিওলা রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন তিনি। পাশের সোফায় বসা যদ্যপিকে বেশ চিন্তিত দেখায়। যদু ক্ষমতার পিছনে দাঁড়ানো। ক্ষমতা চেয়ারে ডান থেকে বায়ে আর বা থেকে ডানে আরাম করে ঘুরছেন। যদুও একই ভাবে পিছনে পিছনে এপাশ ওপাশ করছেন।)

যদু: (ভাঙা ভাঙা ধরা গলায় বলার চেষ্টা করেন।) ম্যাডাম, ম্যাডাম। আমাদের মাফ করে দেন। ম্যাডাম, আমার স্যারের কোনো দেষ নেই। আমি ও আমার স্যার আপনার অনুগত দাস। আপনি যা করতে বলবেন আমরা করতে প্রস্তুত। যদি বলেন এখনই আপনার পা টিপে দিতে হবে . . . আপনার ঘুম হচ্ছে না, অষুধ এনে দিতে হবে। আপনাকে কোনো ইডিয়েট বিরক্ত করছে তাকে ঠ্যাঙিয়ে দিতে হবে; আপনার নেতা আমার নেতা স্যারের নেতা দেশের সক্কল মানুষের নেতাকে জাতির পিতা ঘোষণা করতে হবে—সব কিছু আমরা করে দিতে পারি।
(যদ্যপি এ সময়ে মাথা নাড়েন, ঠোঁটের কোণে সব করে দিতে পারার যোগ্যতা আছে এমন আনন্দ দেখা যায়। ম্যাডাম আগের মতোই চেয়ারে দুলতে থাকেন। এমন সময় ব্যাকগ্রাউন্ডে গান বাজতে থাকে)

প্রিয় ম্যাডাম দেশের
সবার চোখের মণি,
এমন ম্যাডাম আমরা
কোথাও পাবো না।।

ছেলেপুলে সবাই মিলে
গড়ছি আখের তিলে তিলে
এ দেশ ছেড়ে আমরা
কোথাও যাবো না।।

যদ্যপি: জ্বী ম্যাডাম, আপনি যদি বলেন আজই আমরা আপনাকে জাতির মাতা ঘোষণা করে দেই। আসলেতো মাতায় পরিনত হয়েছেন আপনি অনেক আগেই। (ম্যাডাম এ সময়ে সুখ অনুভব করেন, চোখে মুখে তার প্রকাশও পাওয়া যায়।)

যদু: ম্যাডামকে জাতির মাতা কেনো, আমরা এশিয়ার মাতা ঘোষণা করে দিতে পারি।

যদ্যপি: আরে না না, এশিয়া তো একটা ছোট্ট জায়গা—এই ধরো কুয়ো খানার মতো—ম্যাডামকে আমরা সহজেই বিশ্বমাতা ঘোষণা করে দিতে পারি। এতে আমাদের কোনোই অসুবিধা হবে না। ম্যাডাম যদি আদেশ করেন আমি আমার বার-এট-ল মানে ব্যারিস্টার বন্ধুদের সাথে আলাপ করে আজ থেকেই কাজে লেগে যেতে পারি।

ক্ষমতা: (সামান্য বিরক্ত) আপনাদের নিয়ে আর পারা গেলো না। মিটিংয়ে একবার ভেড়ার কান বলে কি সব আজে বাজে বকলেন। আর এখন . . .

যদ্যপি: না, ম্যাডাম না। ভেড়া নয়, বলেছি বেড়া—ওয়াল, ম্যাডাম ওয়াল—দেয়াল ম্যাডাম দেয়াল।

ক্ষমতা: ওই তো হলো। ভেড়া, ব্যারিস্টার, বার-এট-ল, বেড়া সবই আমার কাছে এক। চারপাশে আপনাদের মতো ব্যারিস্টার ভেড়া নিয়ে আমি ভালোই আছি। আপনারাতো আদতে ভেড়ার মতোই- প্রথমটা যেদিকে যায়; অন্যসবগুলো সেদিকে হাঁটে। (হঠাৎ আবিষ্কার করেছেন এমন ইঙ্গিত করে) তাইতো ভেড়া ও ব্যারিস্টার দুটোই বি দিয়ে শুরু।

যদু: তয় একটা বাংলা, একটা ইংরেজি ম্যাডাম।

যদ্যপিঃ (রাগে গদগদ করে। যদুকে ধমক দেয়) তুই থাম! হাবা কোথাকার! (যদুর মুখ চুপশে যায়।)

ক্ষমতাঃ (উঠে এসে যদ্যপির পাশে বসেন। হাতটা টেনে নেন নিজের হাতে। সান্ত্বনা দেন।) আহা-হা! আমার যদ্যপি আমার যাদু। তোমাকে না আমি বড়ো লোক বানিয়ে দিয়েছি। তোমার এখন কতো টাকা। তুমি রাগ করলে চলে। (যদু এ সময় অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। ক্ষমতা যদ্যপির গায়ে হাত বুলিয়ে দেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দেন।) থাক থাক আমার যাদু, রাগ করো না। তোমার ব্যারিস্টার বন্ধুদের নিয়ে আমাকে যে উপাধি দেবে আমি তাই মেনে নেবো।

চতুর্থ দৃশ্য

(পার্টি অফিস। মধ্য বয়সি এক ভদ্র মহিলা বসে আছেন, নাম শক্তি, বসে আছেন টেবিলের একপাশে। তাকে ঘিরে বসেছেন পার্টিও অপেক্ষাকৃত কম শক্তিধর নেতারা। অন্তত চারপাঁচ জনকে দখা যায়। সবাই আলাপে মজে আছেন। কিন্তু কি আলাপ করছেন বোঝা যায় না। তবে, যদুকেও দেখা যায় এদের মাঝে শক্তির কাছাকাছি বসা। হঠাৎ করে একজন চুল দাঁড়ি পাকা নেতাকে ঢুকতে দেখা যায়। তার আগমনে সবাই চুপ করে যান। চেয়ে থাকেন নেতার দিকে।)

চুলদাড়িপাকা নেতা: (শক্তিকে উদ্দেশ্য করে) একটু সাবধানে, ভেবে চিন্তে পা বাড়িও। চারিদিকে কি সব শুনছি। অবস্থা তেমন ভালো মনে হচ্ছে না। আর, শোনো আমাদের একটা কাউন্সিল ডাকা দরকার। কখন ডাকতে পারবে সে ব্যাপারে পার্টি সেক্রেটারির সাথে আলাপ করে রেখো।

শক্তি: এ সময়ে কাউন্সিল!

চুলদাড়িপাকা নেতা: বর্তমান কমিটির বয়স হয়েছে। এখন কাউন্সিল ডেকে নতুন নেতাদের সুযোগ না দিলে পার্টি চলবে না মা।

শক্তি: জ্বী, কাকা। ব্যাপারটি নির্বাহী পরিষদে আলাপ করে আপনাকে জানাবো।

চুলদাড়িপাকা নেতা: তাহলে আমি আসি।

হাসেম: (নেতাদের কোনো একজন) একটু বসে যান। চা-নাস্তা খেয়ে যাবেন। এতোদিন পরে পার্টি অফিসে এলেন।

শক্তি: তাইতো। কাকাতো অনেক দিন পরে এসেছেন। চা-নাস্তার কথা বলি।

চুলদাড়িপাকা নেতা: আজ নয়। আজ বরং আসি। তবে মা যা বললাম মনে রেখো। (বেরিয়ে যাবার সময় সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানিয়ে আবার যে যার চেয়ারে বসেন।)

হাসেম: (শক্তির উদ্দেশ্যে) না, আপা এই সব কাকা-আধিপত্ত ছাড়তে হবে। কাকাদের কথায় দল চলবে না। চলবে তরুণদের কথায়।

শক্তি: কিন্তু অভিজ্ঞ নেতারা না থাকলে দল চলবে কি করে!

হাসেম: কাকারা খান আর ঘুরে বেড়ান। সালাম কুড়িয়ে কুড়িয়ে দিনগু জরাপ করেন। আর পার্টির নেত্রীর উপর কর্তৃত্ব ফলান। এসব ঠিক নয়। পার্টির নেত্রী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এটা তাদের জানা দরকার।

আবেদ: (অন্য আরেক নেতা) হ্যাঁ আপা হাসেম ঠিকই বলেছে। আপনার এখন এইসব কাকাদের হাত থেকে মুক্ত হতে হবে। সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে পার্টিকে।

শক্তি: হবে সব হবে। আমি যা জানি আপনারা তা জানেন না। (এবার যদুর উদ্দেশ্যে) কি খবর নিয়ে এলে যাদব?

যদু: খবর তো ভয়ানক!

হাসেম: বলেন কি?

আবেদ: বেলন কি?

শক্তিঃ তা ভয়ানক খবরটা কি? বলুন তো শুনি।

হাসেমঃ ক্ষমতা কি অনুৎপাদন জনিত অক্ষমতার দিকে ধাবিত! (সমবেত হাসি) হাত-পা সব বেধে দেয়া হয়েছে সংস্কার প্রস্তাব দিয়ে!

আবেদঃ নাকি অন্যকোনো মতলব আটছে।

যদুঃ শক্তিকে অপশক্তিতে রূপান্তরিত করার কথা ভাবছে।

শক্তিঃ সে কেমন?

যদুঃ আপনার সব অবদান ধুলোয় ছুড়ে ফেলে দলের ব্যারিস্টাররা ক্ষমতা ম্যাডমকে (সবাই হেসে উঠবেন, যেনো অভ্যেস বসত যদু ম্যাডাম বলে ফেলেছেন) মানে ক্ষমতাকে অচিরেই বিশ্বনেত্রী ঘোষণা করতে যাচ্ছে।

আবেদঃ বলেন কি! আমাদের নেত্রীকে আমরা মানবনেত্রী ঘোষণা করবো।

হাসেমঃ না, মহাবিশ্ব নেত্রী ঘোষণা দেবো। আমাদের দল অনেক বড়ো। মহাবিশ্বে যতোগুলো নক্ষত্র আছে আমাদের দলে নেতার সংখ্যা তার কম হবে না।

(সবাই এক যোগে)

আপনিই হবেন মহাবিশ্ব নেত্রী, আপা।

(দাঁড়িয়ে স্লোগান দেবে)

—এগিয়ে চলো তোমরা
—সামনে আছে শক্তি

—শক্তির ভাগাভাগি
—হতে দেয়া হবে না

শক্তিঃ শুনুন, আমার নাম শক্তি। আমি সব অপশক্তিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবো। শক্ত হাতে বিশৃঙ্খলা দমন করাই আমার কাজ। পার্টিতে ও পার্টির বাইরে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলার স্থান নেই। আঘাতে প্রত্যাঘাত হানা আর ভালবাসায় ভালবাসা দেখানো আমার স্বভাব। আমাদের দেশ থেকে স্বাধীনতার শত্রু দূর করে দেশকে কলুষমুক্ত করতে হবে।

অজর মিয়াঃ (উপস্থিত অপেক্ষকৃত তরুণ নেতা) আপা, পার্টির নেতাদের দুর্নীতি ও অনিয়মকে কিভাবে দমন করবেন।

শক্তিঃ পার্টিতে কোনো দুর্নীতিবাজ নেই। আমার পার্টির নেতারা প্রকৃত দেশপ্রেমী। তারা সন্ত্রাসী নয়, বা সন্ত্রাসী পোষে না। তারা পার্টিকে ভালবাসে। আর আমার কথা মতো কাজ করে। আমার কথা মতো কাজ করলে পার্টিতে তাদের জায়গা থাকবে অনন্তকাল।

(স্লোগান)

—এগিয়ে চলো শক্তি
—আমরা আছি তোমার সাথে

—শক্তির ভাগভাগি
—হতে দেয়া হবে না

হাসেমঃ আপা, সংস্কার প্রশ্নে?

শক্তিঃ সংস্কার দরকার। কিন্তু সংস্কারের নামে লুটপাট হয়রানি নয়। নতুন দল খোলার সার্টিফিকেট দেয়া নয়। আইনি লড়াই চালিয়ে যাবো আমরা।

আবেদঃ আর পার্টির কাকারা!

শক্তিঃ কাকাদের এ মুহূর্তে বাদ দেয়া যাবে না। জাতি আজ গভীর সংকটে। আমাদের বুঝে শুনে কাজ করতে হবে। আপনারা মনে রাখবেন আমার নাম শক্তি। আমি ঝড়ের মতো সব ভেঙেচুরে দিতে পারি। আর সময় বুঝে আপনার সেই ভাঙন রোধ করতে ছুটে আসবেন।

(হাততালি আর স্লোগানের ভেতর দিয়ে শেষ)

—আমাদের নেত্রী
—শক্তি, শক্তি

—শক্তির দ্বন্দ্বে
—আমরাই এগিয়ে

—শক্তির ভাগাভাগি
—হতে দেয়া হবে না

পঞ্চম দৃশ্য

(মঞ্চের দু'দিক থেকে দু'জন নাচতে নাচতে ঢোকে। নারী ও পুরুষ। গানের তালে তালে নাচতে থাকে।)

(গান)

নেতার রাজ্যে সবাই নেতা
শক্তি আছে সাথে রে
শক্তি আছে সাথে।।
আমরা ভুলেও না যাই সেখানে
সহজ ধারাপাতে রে
সহজ ধারাপাতে।।

(স্লোগান)

—শক্তির ভাগাভাগি
—মানি না মানবো না

—শক্তির ভাগাভাগি
—মানি না মানবো না

(গান, ভিন্ন লয়ে)

শক্তি দিয়ে জয় করেছি
শক্তি দিয়ে লড়বো
শক্তি দিয়ে আকাশ কুসুম
হাতের মুঠোয় ধরবো
শক্তি দিয়ে লড়বো।।

যাদের এখন শক্তি বেশী
তারাইতো শক্ত
তাইতো সবাই এখন দেখি
আমাদেরই ভক্ত
আমরা এখন শক্তি দেখাই
দিনে কিম্বা রাতে রে।
নেতার রাজ্যে সবাই নেতা
শক্তি আছে সাথে রে।।

(স্লোগান)

—শক্তির ভাগাভাগি
—মনি না মানবো না

—শক্তি তুমি এগিয়ে চলো

—আমরা যাবো তোমার সাথে

(গান)

নেতার রাজ্যে সবাই নেতা
শক্তি আছে সাথে রে।
আমরা ভুলেও না যাই সেখানে
সহজ ধারাপাতে রে।।

(গানের তালে তালে নৃত্য শিল্পীদ্বয় নাচতে নাচতে বেরিয়ে যান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(রিভলভিং চেয়ারে শক্তি বসে আছেন। দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে। চেয়ারের পিছনে তার দীর্ঘ খোলা চুল ঝুলে পড়েছে। এদিক ওদিক দুল খাচ্ছেন চেয়ার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। পিছনে তাকে ফলো করছে যদু।)

যদু: আপা, আর কি চাই আপনার। এবারতো সব থেকে বড়ো উপাধিটা জুটে যাচ্ছে। মহাবিশ্ব নেত্রী। চমৎকার উপাধি। (হাত নেড়ে নেড়ে কয়েক বার বললেন)

মহাবিশ্ব নেত্রী!

মহাবিশ্ব নেত্রী !

বা বা কি চমৎকার। এর আগে পৃথিবীর কোনো মানুষ এই উপাধি পায় নাই। বনের সিংহ, সেই শক্তিধর পশুকেও দেয়া হয়নি এ উপাধি। মানুষের বুদ্ধি এতোই খাটো যে এমন একটি চিন্তা এতোদিন ওদের মাথায় আসেনি। কিন্তু আমাদের শক্তি আপা পাচ্ছেন সেই অধরা—হ্যাঁ অধরাই তো—কেউ যাকে কোনোদিন ধরতে পারেননি- সেই মহান উপাধি।

(আবেদ এতোক্ষণ সোফায় বসা ছিলেন, উঠে দাঁড়িয়ে)

আবেদঃ ডক্টরেট ডিগ্রী আপনার নামের আগে গোটা বিশেক জুটেছে। চাইলে আরো ক'ডজন আনা যায়। শুনেছি আফ্রিকার লেখক চিনুয়া আচেবে এক বই লিখে পেয়েছিলেন ৫১টি অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রী। অতএব আপনার মতো একজন নেত্রীর গলায় এর কয়েক ডজন মেডেলতো ব্যাপারই নয়।

যদু: কিন্তু আমরা আপনাকে দিচ্ছি তার থেকেও ঢের ঢের বড়ো কিছু—মহাবিশ্ব নেত্রীর উপাধি।

আবেদঃ অবশ্য মহাবিশ্বে আর কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব আছে বলে এখনো জানা যায়নি। তবে সুপার আর্থ বা বড়ো পৃথিবী আবিস্কার করে হইচই ফেলে দিয়েছে বিজ্ঞানিরা। এই সুপার আর্থ নাকি আমাদের পৃথিবী থেকে দেড়গুণ বড়ো। সূর্যের থেকে ছোটো একটা লাল বামণ তারকার চারদিকে ঘুরছে। সেখানকার সবকিছু নাকি আমাদের পৃথিবীর মতো। মানুষ থাকলেও থাকতে পারে। অবশ্য বিজ্ঞানিরা মনে করেন মহাবিশ্বের অনেক জায়গায়ই প্রাণের অস্তিত্ব আছে—কিন্তু সেখানে আমাদের পৌঁছানো সম্ভব নয়। পত্রিকায় পড়লাম এই সুপার আর্থ নাকি বিশ আলোকবর্ষ দূরে।

শক্তিঃ (দর্শকদের দিকে ঘুরে) আমাকে ওখানটায় পাঠিয়ে দেয়া যায় না!

যদু: কিন্তু আপা, ওখানে যেতে অনেক সময় লাগে।

শক্তিঃ কতোটা সময়?

আবেদঃ এই ধরুন আপনাকে আলোর গতি সম্পন্ন একটা রকেটে তুলে দিলে বিশ বছরে পৌঁছে যাবেন।

শক্তিঃ ব্যাপারটা খুব মজার তাই না। দেখুন তো এমন কিছু করা যায় কি না। (নিজের হাত পায়ের দিকে তাকিয়ে আরেকটু পরখ করে নিয়ে) বিশ বছর! হ্যাঁ, বিশ বছর পর আমার ত্বকগুলো একটু ফ্যাকাসে হবে বইকি! কিন্তু আগে থেকেই মহাবিশ্বের নেতৃত্বটা হাতে নেয়া যায়।

যদু: তাহলে তো ভালোই হয়।

আবেদঃ কিন্তু আপা, ওসব কাজে তো নাসার সাথে যোগাযোগ করতে হবে। টাকার দরকার হবে। আমাদের ওই টেকনোলজি নেই।

শক্তিঃ তা যোগাযোগ করবেন।

আবেদঃ তার আগে উপাধিটা হোক।

যদুঃ জ্বি আপা, তার আগে উপাধিটা হোক।

শক্তিঃ দেখুন যা ভালো বোঝেন।

(আনন্দে বেশী করে দোল খাবেন শক্তি)

সপ্তম দৃশ্য

(দুই দলের নেতারা পাশাপাশি দাঁড়ানো। পিছনে কর্মিরা। বড়ো বড়ো প্লাকার্ডে লেখা বিশ্বনেত্রী ক্ষমতা, অমর হোক অমর হোক; ক্ষমতার ভাগাভাগি, মানি না মানবো না। আবার শক্তির দলের প্লাকার্ডে লেখা মহাবিশ্বনেত্রী শক্তি, এগিয়ে চলো এগিয়ে চলো; শক্তির ভাগাভাগি, হতে দেয়া হবে না। দু'দল থেকেই ওইসব বোলে স্লোগান দেয়া হয়। কিছুক্ষণ তালগোল পাকানো স্লোগানের হইচই চলে। একসময় আলো এসে পড়ে শক্তি সমর্থিত নেতা আবেদ ও হাসেমের উপর।)

আবেদঃ (দলের উপস্থিত নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্যে) ভাইসব, আজ আমরা এই ময়দানে সমবেত হয়েছি আমাদের উপর অর্পিত এক মহান দায়িত্ব সম্পাদন করতে। আমার দেশের জনগণ চায় আমরা আমাদের নেত্রী, জনগণের নেত্রী শক্তি আপাকে একটি অতুলণীয় সম্মানে সম্মানিত করি। আজ তাই আমরা দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে এই মহান নেত্রীকে মহাবিশ্ব নেত্রী উপাধিতে ভূষিত করবো।

(স্লোগান)
—শক্তি তুমি এগিয়ে চলো
—আমরা আছি তোমার সাথে

—মহাবিশ্ব নেত্রী
—জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ

—শক্তির ভাগাভাগি
—হতে দেয়া হবে না

হাসেমঃ আমাদের নেত্রীতো বিশ্বেরও নেত্রী। কারণ, আমরাও বিশ্বের অংশ। তিনি মহাবিশ্বেরও নেত্রী কারণ পৃথিবী মহাবিশ্বেরই একটি ছোট্ট গ্রহ। বিজ্ঞানিরা আজ মহাবিশ্বে নতুন নতুন গ্রহ আবিষ্কার করছেন যারা ঠিক পৃথিবীর মতো দেখতে। যেখানকার আলো বাতাস ইত্যাদি পৃথিবীর মতো। ধন্যবাদ বিজ্ঞানিদের। কিন্তু এসব গ্রহে মানুষের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেলে তাদের জন্যে একজন শক্তিশালী লিডার দরকার হবে। আমরা আগেভাগে তাই আমাদের নেত্রীকে সেই লিডার বানিয়ে দিলাম। আপনাদের সমর্থন আছে তো?

(স্লোগান)
—মহাবিশ্ব নেত্রী
—জিন্দাবাদ, জিন্দাবদ

আবেদঃ আমরা আনুষ্ঠানিক ভাবে আজকে আমাদের মহান নেত্রীকে এই উপাধি দিলাম। ভেবে দেখুন তিনি কতো বড়ো মহান। এ অনুষ্ঠানে তিনি আসতেও চাননি। তিনি বলেছেন যে আমাদের উপর তার পূর্ণ আস্থা আছে। আমরা তাই অনুষ্ঠান শেষে ফুলের মালা হাতে তার বাসভবনে যাবো। জনসমুদ্রে পরিনত হবে তার বাসভবনের সামনের ময়দান।

(স্লোগান)
—নেত্রী তুমি এগিয়ে চলো
—আমরা যাবো তোমার সাথে

(এবার আলো পড়ে ক্ষমতা সমর্থিত দলের নেতাদের উপরে।)
যদ্যপিঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। উপস্থিত ভাইবোন, চাচাচাচী, মামামামী, খালাখালু, দাদাদাদীরা আসসালামু আলাইকুম। আমার চৌদ্দ পুরুষের পনের কোটি সশ্রদ্ধ সালাম আপনাদের জন্যে। মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন,

মালিকি ইয়াওমিদ্দিন আজ আমাদের এখানে নিয়ে এসেছেন তারই একজন মহান বান্দা, যিনি বছরের পর বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের দেখাশোনা করছেন, যিনি বছরের পর বছর হাতে ধরে আমাদের একত্রিত করে রেখেছেন, সেই মহান নেত্রীর জন্যে কিছু করতে রাব্বুল আলামিন, মালেকুল মউত আমাদের এখানে একত্রিত করেছেন। হ্যাঁ, আমি আমাদের আপষহীন নেত্রী ক্ষমতা ম্যাডামের কথাই বলছি।

(স্লোগান)
—আসবে দেশে সমতা
—সামনে আছে ক্ষমতা

—ক্ষমতা তুমি এগিয়ে চলো
—আমরা সবাই তোমার সাথে

(যদ্যপির বক্তৃতা চলতে থাকে)
সেই ক্ষমতা ম্যাডামের ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করতে আমরা তাকে আজ বিশ্বনেত্রী উপাধিতে ভূষিত করছি।

(স্লোগান)
—বিশ্বনেত্রী ক্ষমতা
—জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ

—ক্ষমতার ভাগাভাগি
—মানি না মানবো না

আকসারঃ আমরা ব্যারিস্টারেরা অনেক ভেবে এটাই বুঝতে পারছি যে এ বিশ্বে কেবলই নেতার সংকট তৈরী হচ্ছে; কেউ দিনে দিনে ফুশ হয়ে যাচ্ছে, কারোবা হুশ মিলছেনা। কেউ কেউ আবার মহাবিশ্ব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। (সমবেত হাসি)। এমতাবস্থায় কিছুতেই বসে থাকা যায় না। আমরা তাই আমাদের ক্ষমতা ম্যাডামকে বিশ্বনেত্রী ঘোষণা দিয়ে নেত্রীত্বের সংকট দূর করতে চাই।

(স্লোগান)
—বিশ্বনেত্রী ক্ষমতা
—জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ

যদ্যপিঃ আমরা এখন ফুলের তোড়া হাতে ক্ষমতা ম্যাডামের বাংলো বাড়ির সামনে সমবেত হবো, তাকে অভিনন্দন জানাবো।

(স্লোগান)
—বিশ্বনেত্রী ক্ষমতা
—জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ

(এ পর্যায়ে মঞ্চ জুড়ে আবার লাইট পড়ে। দুই দিক থেকে দুই নেত্রীর সমর্থনে মিছিল চলে। হইচই হয়। হঠাৎ শোনা যায় ধরধর ধরধর শব্দ। একদল আরেক দলের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। মারামারি, ধরাধরি চলতে থাকে। লাইট ঘুরতে থাকে আলো আঁধারি তৈরী করে। লাঠির শব্দ, পিস্তলের গুলির শব্দ ইত্যাদি কিছুক্ষণ চলে। একসময় সব থেমে গেলে আলো আবার স্থির হলে দেখা যায় মঞ্চে এলোপাতাড়ি পড়ে আছে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেকগুলো লাশ, হাত ভাঙা পা কাটা, মাথা কাটা, রক্তের দাগ দেখা যায় পুরো মঞ্চ জুড়ে।)

অষ্টম দৃশ্য

(শক্তির পার্টি অফিস। আগের মতো টেবিলের চারপাশে শক্তিসহ সবাই বসা। আজ অবশ্য সবার মুখেই চিন্তার রেখা। আগের মতো অতোটা সরগরম নয়। একটি গম্ভির ভাব বিরাজ করছে অফিসময়। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটার পর হাসেমই নীরবতা ভাঙেন।)

হাসেমঃ অতোটা ভেঙে পড়বেন না আপা। আন্দোলন সংগ্রামে রক্ত থাকবেই। রক্ত ছাড়া কোনো অর্জনই সফল হয় না। পৃথিবীর আনাচে কানাচে সব বিপ্লবই দাঁড়ানো রক্তের ওপর। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তেই তো আজকের এই নগর সভ্যতা। তাছাড়া, এতোবড়ো একটি কাজ করলাম আমরা। এই মহাবিশ্বের নেত্রীকে নির্বাচন করলাম। রক্ত না ঝরলে ব্যাপারটা ত্বরিত দিকে দিকে ছড়াবে কি করে!

আবেদঃ কিন্তু এমন শান্তিপূর্ণ অনুষ্ঠানে হঠাৎ কোত্থেকে দূর্ঘটনা ঘটে গেলো।

শক্তিঃ আমাদের পার্টি থেকে মৃতের সংখ্যা কতো।

হাসেমঃ অনুমান করছি হাজার খানেক হবে।

অজর মিয়াঃ কিন্তু নেতাদের কেউ মারা যায়নি আপা। সব কর্মী আর গ্রাম-গঞ্জ থেকে আসা কৃষক।

আবেদঃ পার্টিতে নতুন জয়েন করেছো, এসব বুঝতে একটু সময় লাগবে তোমার। নেতারা কখনো মারা যায় না।

অজর মিয়াঃ সে কেমন কথা?

শক্তিঃ নেতারা দলে দলে ওরকম মারা গেলে পার্টি চলবে কিভাবে!

হাসেমঃ মাননীয় মহাবিশ্ব নেত্রী, অজরের কথায় কান দেবেন না। ও একটি ভীতুর ডিম। নিজে তো মারামারি লাগার আগেই দৌড়ে পালিয়েছে।

অজর মিয়াঃ না হাসেম ভাই, কথাটা ঠিক নয়। আমি দেখলাম আপনি আমার আগেই একবার পিছনে ও একবার সমানে তাকাচ্ছেন আর সে কি ভো দোড় দিলেন। খরগোশের থেকে দ্রুত গতি।

আবেদঃ না, না সুইপট পাখির মতো।

(সমবেত হাসি)
হাসেমঃ ভালো হচ্ছে না আবেদ। তুমি বন্ধু হয়ে এমন রসিকতা করতে পারো না।

অজর মিয়াঃ কিন্তু আমার কাছে অবাক লাগছে যে আমাদের বড়ো বড়ো নেতাদের কারো কিছুই হলো না। (নিজের ডান হাতের কব্জি উঁচিয়ে ব্যান্ডেজ দেখিয়ে) আমার পর্যন্ত হাতটা ভাঙলো।

শক্তিঃ তুমি বড়ো নেতা হতে চলেছো। একটু আধটু হাত-পা ভাঙার এইতো সময়। ওনিয়ে ভেবো না। ফসল তোমার ঘরে উঠবে। এখন শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করো।

অজর মিয়াঃ আপা যদি মনে কিছু না করেন আরেকটা কথা বলতে চাই।

শক্তিঃ নির্দ্বিধায় বলে ফেলো। সংকোচ করার কিছু নেই।

অজর মিয়াঃ আপা, ওদিনের অনুষ্ঠানে কাকাদের কাউকে দেখা গেলো না। এতো বড়ো একটি ঘটনার পরও তাদের কেউ পার্টি অফিসে এলেন না। ব্যাপারটা কিন্তু আমার ভালো লাগছে না।

শক্তিঃ আপাতত কাকাদের ছেড়ে দাও।

আবেদঃ এটা ঠিক নয় আপা, কাকাদের প্রতি আপনার দুর্বলতা আগের মতোই রয়ে গেলো।

হাসেমঃ আমরা এতোকিছু করার পরও কাকারাই রয়ে গেলেন ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

শক্তিঃ ওসব কথা বাদ দেন। এখন কাজের কথা শুনুন। পার্টির যেসব কর্মী মারা গেছে তাদের একটা লিস্ট করুন। আর হাসেম সাহেব আপনি লিস্ট অনুসারে ওদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করুন। যারা মারা গেছে তাদের পরিবার পার্টির ফাণ্ডে এক লাখ করে টাকা দেবে।

অজর মিয়াঃ সে কেনো আপা! ওদের তো পার্টিরই টাকা দেয়া উচিত।

শক্তিঃ (অজরকে ধমক দিয়ে) তুমি থামো। হাসেম সাহেব- যারা এক লক্ষ করে দেবে শুধু তাদের নামই পার্টির গেজেটে অন্তর্ভূক্ত করবেন।

আবেদঃ উত্তম প্রস্তাব আপা। ইতিহাসের পাতায় উঠতে হলে টাকা খরচ করতে হয়। বাহ্, চমৎকার! এই না হলে আপনি মহাবিশ্ব নেত্রী। সালাম আপা।

অজর মিয়াঃ ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না আপা।

শক্তিঃ তুমি বেশী প্যানপ্যান করো না। (হাসেমকে) দ্রুত কাজে হাত দেন। আবেদ সাহেবকেও সাথে রাখবেন। দুই দিনের মধ্যে কাজের অগ্রগতি চাই। ভালো কাজের মূল্যায়ন আমিও করবো। মনে রাখবেন শক্তি কখনো আপনজনদের ভোলে না।

নবম দৃশ্য

(ক্ষমতার লিভিং রুম। সোফায় বসে পা দোলাতে দোলাতে পান চিবুচ্ছেন। দুই পাশে অন্য দুটো সোফায় আকসার ও যদ্যপি বসা। আরো দু'তিনজন নেতানেত্রী উপস্থিত।)

ক্ষমতাঃ (যদ্যপির উদ্দেশ্যে) আচ্ছা, ব্যারিস্টার সাব আমাদের দলের কতোজন মারা গেলো।

যদ্যপিঃ সংখ্যায় তেমন বেশী নয় ম্যাডাম। সাত আটশ'র মতো হবে। প্যাদানিটা আমরা ভালোই দিয়েছি। ওরা বেশী মার খেয়েছে। ফলে ক্যাজুয়াল্টি আমাদের কম।

আকসারঃ আমাদের ছেলেদের পেশী শক্তির তুলনা হয় না ম্যাডাম। তাছাড়া মোল্লা পার্টির ছেলেরা আমাদের সাথে যোগ দেয়ায় অ্যাডভান্টেজটা আমাদের ছিলো বেশী।

যদ্যপিঃ তাইতো প্রথম আধা ঘন্টায়ই ওদেও শ' পাঁচেক পড়ে যায়।

আকসারঃ ওরা যদিও হাজার খানেক মরেছে বলে প্রচার দিয়েছে ওদের মৃতের সংখ্যা ২/৩ হাজারের কম হবে না। বস্তায় ভরে আমরাইতো হাজারের উপরে লাশ গুম করে দিয়েছি।

ক্ষমতাঃ আপনাদের বুদ্ধির প্রসংশা না করে পারি না। এই না হলে আমার দলের নেতা। (যদ্যপিকে) তা যদ্যপি সাহেব, মৃতের স্মৃতি ধরে রাখার কোনো চিন্তা ভাবনা মাথায় এলো?

যদ্যপিঃ ম্যাডাম, আপনি হলেন পার্টির নেত্রী। তার উপর এখন পেলেন বিশ্বনেত্রী উপাধি। পার্টির সর্বময় ক্ষমতা আপনার হাতে। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তটা আপনি দিলেই ভালো হয়। বেয়াদবি মাপ করে আপনার চিন্তাটাই আমাদের জানিয়ে দেন।

আকসারঃ জ্বি ম্যাডাম, আপনার সিদ্ধান্তই হবে আমাদের নতুন করে চলার জন্যে দিক নির্দেশনা।

ক্ষমতাঃ শুনে খুশী হলাম। বাধ্য ব্যারিস্টারদের আমার সর্বদাই পছন্দ। এবার শুনুন, আমরা মৃত কর্মীদের জন্যে একটি মনুমেন্ট তৈরী করবো। যারা রক্ত দিয়ে আমাকে বিশ্বনেত্রী বানালো তাদের স্মৃতিকে আমাদের পার্টি এভাবেই সম্মান জানাবে। আর এই মনুমেন্টের নাম দেয়া হবে বিশ্বস্মৃতি স্তম্ভ।

যদ্যপিঃ বাহ্ ম্যাডাম বাহ্, অপূর্ব!

আকসারঃ এক কথায় অসাধারণ ম্যাডাম।

যদ্যপিঃ তাহলে আজ থেকেই কাজে লেগে যাই।

আকসারঃ স্তম্ভটি কোথায় নির্মাণ করা হবে মাননীয় বিশ্বনেত্রী?

ক্ষমতাঃ আপনাদের বড়ো নেতার সমাধির পাশে। শহরের কেন্দ্রস্থলে।

যদ্যপিঃ উত্তম জায়গা।

আকসারঃ মাননীয় ম্যাডামের বুদ্ধির প্রশংসা আবারও করছি। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বনেত্রীর।

ক্ষমতাঃ কিন্তু আপনাদের একটি বড়ো কাজ করে দিতে হবে।

যদ্যপি ও আকসার (একই সাথে): আদেশ করুন ম্যাডাম।

ক্ষমতা: প্রাথমিক ভাবে হিসেব করে দেখেছি তিনশ' কোটি টাকা খরচ হবে। আর এই খরচের টাকা জোগাড় করার দায়িত্ব আপনাদের। (যদ্যপি ও আকসার অসহায়ের মতো এ-ওর দিকে তাকায়।) না, অন্য পার্টির মতো আমরা মৃতদের পরিবার থেকে টাকা তুলবো না, অবশ্য সে প্রক্রিয়াটাও মন্দ নয়। তবে শোকগ্রস্ত পরিবারগুলোকে আমি আর কষ্ট দিতে চাই না।

দু'জনই একসাথে: তা হলে ম্যাডাম!

ক্ষমতা: কাল থেকে শহরের বড়ো বড়ো ব্যাবসায়িদের কাছে যাবেন। আমাদের পরিকল্পনা জানিয়ে তাদের বলবেন কনট্রিবিউট করতে। এক লাখের নিচে যারা দেবে আর যারা দিতে চাইবে না তাদের আলাদা আলাদা লিস্টে রাখবেন।

দু'জন একসাথে: চমৎকার ম্যাডাম।

ক্ষমতা: যারা এক লাখের উপরে দেবে মনুমেন্টের ফলকে তাদের নাম খোদাই করা থাকবে।

যদ্যপি: অসামান্য প্রস্তাব ম্যাডাম।

আকসার: ম্যাডাম, রাজাকার ব্যাবসায়িদের থেকেও টাকা চাইবো?

ক্ষমতা: (রেগে) এই শব্দটি আপনাকে উচ্চারণ করতে নিষেধ করেছি। এটি একটি পবিত্র ও শক্তিধর শব্দ। তবে এটি উচ্চারণ থেকে বিরত থাকবেন।

যদ্যপি: তাছাড়া ওরাতো আমাদেরই লোক। আলাদা করে ওদের চেনাও যায় না। কিন্তু ওদের দিয়ে উপকার হয়। কেনো এই মারামারির সময়ে ওদের উপকারের কথা ভুলে গেলে!

আকসার: চেহারা আমাদের মতো। খায় আমাদের খাবার। পরে আমাদের কাপড়। আর সর্বদা আমাদের লোক সেজে আমাদের ভেতর দিয়েই ঘুরে বেড়ায়। কথা বলে আমাদের ভাষায়। চেনা যায় না ম্যাডাম।

ক্ষমতা: ওদের না চিনতে পারলে চিনতে যাবেন না। আর চিনলে সালাম দেবেন। মনে রাখবেন আমাদের বড়ো নেতা ওদের সালাম দিতেন বলেই আজ আপনারাও নেতা হতে পেরেছেন। তাই বলি মাথা ঠিক রেখে কাজে লেগে যান। দেখবেন টাকার বন্যা বয়ে যাবে কাল থেকে।

আকসার: জ্বি ম্যাডাম।

ক্ষমতা: (যদ্যপির হাত ধরে) আর আপনাদের পুরস্কারও অসামান্য।

দশম দৃশ্য

(মঞ্চের মাঝখানে একটা পোডিয়াম, পিছনে দাঁড়ানো স্যুট-টাই পরা সরকার প্রধান। ডান পাশে যদু, হাসিখুশী, কতোগুলো কাগজপত্র হাতে। তারও ডানে স্যুট-টাই পরা আরেকজন উচ্ছ পদস্থ কর্মকর্তা। সরকার প্রধানের বামে দু'জন স্যুট-টাই। পোডিয়ামটা একটু পিছনের দিকে করে এমন ভাবে এরা দাঁড়িয়েছে যে একটি উপবৃত্ত তৈরী হয়ে গেছে। উপবৃত্তের দুই মাথায় মঞ্চের ডানে ও বায়ে হাত বাধা চারজন নেতা। মুখ স্কাসটেপ মেরে বন্ধ করে দেয়া। একজনের মাজার সঙ্গে অন্যজনের মাজা দড়ি দিয়ে বেধে দেয়া। একপাশে আকসার ও আবেদ এবং অন্যপাশে যদ্যপি ও হাসেম। উপবৃত্তকার দলের পেছনে আরো কয়েকজন উচ্চ-পদস্থ স্যুট-টাই দাঁড়ানো: মনে হয় যেনো সাংবাদিক সম্মেলন করতে এসেছে।)

সরকার প্রধানঃ (যদুকে) মিস্টার যাদব, সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো?

যদু: জ্বি স্যার দুই পার্টিরই বড়ো বড়ো নেতাদের অ্যারেস্ট করা হয়েছে।

(সরকার প্রধান দু'দিকে চোখ বুলিয়ে বেধে রাখা নেতাদের দেখেন।)

সরকার প্রধানঃ চার্জসিট গঠন করার কি হলো?

যদু: হবে, সব হবে স্যার। জরুরী ভিত্তিতে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। চার্জসিট গঠন করতে দু'একদিন সময় লাগবে।

সরকার প্রধানঃ আপনার উপর সরকারের পূর্ণ আস্থা আছে। আশা করি সংস্কার মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসেবে আপনার নতুন নিয়োগকে যোগ্যতার ভিত্তিতে ফলপ্রসু করে তুলতে পারবেন।

যদু: কিছু ভাববেন না স্যার। আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে।

স্যুট-টাই ১: সময় আমাদের হাতে খুব অল্প স্যার। এর মধ্যে ডিসিশানগুলো তাড়াতাড়ি নেয়া দরকার স্যার।

স্যুট-টাই ২: দায়িত্ব যখন আমাদের কাঁধে পড়েছে, তখন জাতিকে টেনে তুলতে হবে স্যার।

যদু: আমরা সফল হবো স্যার।

সরকার প্রধানঃ আমাদের সফলতার উপরই নির্ভর করছে জাতির ভবিষ্যত।

স্যুট-টাই-১: স্যার, রাষ্ট্রসংঘ আমাদের পাশে আছে। উচ্চশক্তি সম্পন্ন দেশগুলোর প্রধানগণ ইতিধ্যেই আমদের সমর্থন দিয়েছেন। সর্বোপরি জনগণ আছে আমাদের দিকে তাকিয়ে।

স্যুট-টাই-২: কোনো রকম বিশৃঙ্খলা যাতে না হয়—আমাদের পুলিশ বাহিনীকে সদা সতর্ক রাখা হয়েছে।

যদু: আজ রাত বারটায় জাতির উদ্দেশ্যে আপনার ভাষণের খসড়াও তৈরী হয়ে গেছে।

স্যুট-টাই-১: স্যার, ভাষণটা আরেকটু আগে দিলে হতো না। আমাদের কৃষক ও কর্মজীবিরা তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যান।

যদু: একরাত একটু দেরীতে ঘুমালে তেমন কোনো ক্ষতি হবে না। কষ্ট করে অর্জন করার মধ্যে আনন্দ আছে।

সরকার প্রধানঃ মিস্টার যাদব ঠিকই বলেছেন। ব্যাপারটি এ জাতি প্রায় ভুলতেই বসেছিলো। আরেকবার স্মরণ করবে আজ রাতে।

স্যুট-টাই-২ঃ তাছাড়া অতো ঘুমালে উন্নতি করবে কি করে। যে জাতি যতো কম ঘুমায় সে জাতি ততো বেশী উন্নত, স্যার।

সরকার প্রধানঃ ঠিকই বলেছেন। আপনার প্রবচনের প্রশংসা করছি।

(পিছন থেকে পায়ের শব্দ আসে। যদু ইতস্তত করে ওঠেন। একজন আর্মি অফিসারকে ধুমধাম করে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। তার পিছে টুপি ওয়ালা মোল্লা পার্টির এক নেতা। অন্যরা একটু একটু সরে সামনে আসার জায়গা করে দেন। অফিসার সরকার প্রধানকে স্যালুট দেন। এরপর যদুর হাতে একটি ফাইল ধরিয়ে দিয়ে সরকার প্রধানের বামপাশে দাঁড়ান। আর্মি অফিসারের ডান পাশে দাঁড়ান টুপি ওয়ালা। স্যুট-টাইগুলো একটু সরে দু'জনকেই জায়গা করে দেন।)

যদুঃ (সরকার প্রধানের উদ্দেশ্যে) ভাষণের খসড়া চলে এসেছে স্যার।

সরকার প্রধানঃ কই আমাকে দিনতো একবার পড়ে দেখা যাক। রিহারসেলটাও হয়ে যাবে। ক্যামেরার সামনে কতক্ষণ থাকতে হয় কে জানে!

যদুঃ (হাত বাড়িয়ে) এই নিন। (ভাষণের খসড়া দেন।)

সরকার প্রধানঃ (খসড়া হাতে নিয়ে চশমা ঠিক করেন; এদিক ওদিক দেখে নেন, তারপর পড়া শুরু করেন। মোটামুটি ভাষণ দেয়ার মতো করেই পড়েন।)

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রিয় দেশবাসী, আপনারা জানেন যে সংবিধান সম্মত রেখে দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে আমরা আপনাদেও যান মাল ও বাচ্চ কাচ্চদের নিরাপত্তা দেবার জন্যে শপথ নিয়েছি। আমাদের দেশের প্রধান দুই দলের নেতাকর্মীরা দলীয় প্রধানকে যখন বিশ্বনেত্রী ও মহাবিশ্বনেত্রী বানানোর জন্যে উন্মাতাল হয়ে উঠেছিলো; এবং সেই সূত্র ধরে অসাংবিধানিক ভাবে যখন মারামারি কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো, সেই মুহূর্তে আমরা ত্রাতার মতো আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আমরা জানি ও মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে আমাদের প্রতি আপনাদের পূর্ণ আস্থা আছে। অবশ্য আস্থা না রেখেও আপনাদের কোনো উপায় নেই। তাই আমরাও আপনাদের আস্থা ধরে রাখার জন্যে ইতিমধ্যে শুদ্ধি অভিজানে নেমে পড়েছি। আমাদের সংস্কার মন্ত্রনালয়ের নতুন প্রধান মিস্টার যাদব ও অন্যান্য মান্যবর স্যুট-টাইগন অক্লান্ত পরিশ্রম করে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। আমিও কোনো রাতে দু'ঘন্টা, কোনো রাতে একঘন্টা আবার কোনো রাতে একটুও না ঘুমিয়ে দেশ পাহারা দেওয়ার কাজ করে যাচ্ছি।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রিয় দেশবাসী, আপনারা জানেন, চোর ধরতে হলে জেগে থাকার বিকল্প নাই। মহান করুপাময়ের অশেষ মেহেরবানিতে, আপনারা শুনে খুশী হবেন যে, আমরা সেই অভ্যেস ইতিমধ্যে রপ্ত করে নিয়েছি। তারই ফলস্রুতিতে গত রাতে দুই দলেরই রাঘব বোয়াল আর কিছু শোল গজারকে আটক করা হয়েছে। তারা যাতে কথা বলে আমাদের কর্মকাণ্ডকে দুষিত করতে না পারে প্রাথমিক ভাবে তা নিশ্চিত করতে তাদের মুখে স্কাসটেপও মেরে দেয়া হয়েছে।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রিয় দেশবাসী, রাষ্ট্রসংঘ ও উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন দেশগুলো ইতিমধ্যে আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি দিয়েছে। আপনারা শুনে পুলকিত হবেন যে সারা পৃথিবী থেকে আমাদের বরাবরে এতো চিঠি আসছে যে আমরা সেগুলো পড়ার জন্যে একটি চিঠি মন্ত্রপালয় খুলে দিয়েছি। আপনাদের কথা দিচ্ছি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন দেশগুলো যাতে আমাদের উত্তর পেয়ে খুশী হয় সে জন্য আমরা এদেশের বড়ো বড়ো বেশ ক'জন কলামিস্টকে ওই মন্ত্রপালয়ে নিয়োগ দিয়েছি।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

প্রিয় দেশবাসী, আরো একটা কথা না বললেই নয়। সময়ে অসময়ে জনমনে নানা গুঞ্জন ওঠে। তার অবসান দরকার। জাতিকে এগিয়ে নিতে হলে আমাদের অনেক কথাই ভুলে যেতে হবে। আপনারা জানেন যুদ্ধে জয় পরাজয় দুটোই হয়, যেমন ক্রিকেট বা ফুটবল খেলায়। যুদ্ধে যারা জিতলো তারা বিজয়ী, তারা বীর, আর যারা হারলো তারা পরাজিত। এই পরাজয়ই তাদের কর্মের বিচার। ফলতঃ এদের পরাজিত শক্তি বলা বা বিচারের দাবি তোলা অন্যায়। তাই আমার সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে যুদ্ধাপরাধি বলে কোনো শব্দ বাংলা অভিধানে স্থান পাবে না। এবং আজ থেকে রাজাকার শব্দটিও নিষিদ্ধ করা হলো। যারা এই শব্দ দু'টি বুঝে না বুঝে, শয়নে-স্বপনে-ঘুমের ঘোরে উচ্চারণ করবে আইন লঙ্ঘণ করার অপরাধে তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যু দণ্ড দেয়ার বিধান করা হলো।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রিয় দেশবাসী, আপনারা আমাদের সাথে থাকুন। আমরাও আপনাদের সাথে থাকবো। যদি এই বন্ধন অটুট থাকে তবেই সমাজ থেকে চিরতরে ক্ষমতা ও শক্তির দ্বন্দ্বকে হটিয়ে আমরা জনগণের রাজসভা জনগণের হাতেই তুলে দিতে পারবো।

শুভ রাত্রি।

(ভাষণ শেষ হতেই আর্মি অফিসার যথা নিয়মে পায়ে শব্দ তুলে রাষ্ট্র প্রধানকে স্যালুট করেন। মঞ্চে দাঁড়ানো অন্যরা স্লোগান দেন। স্লোগান পরিচালনা করেন যদু।)

—শক্তি ও ক্ষমতার

—কোনো ভাগাভাগি নেই

—আমরাই শক্তি

—আমরাই ক্ষমতা

(হাতমুখ বাঁধা নেতারা পা ছুঁড়ে শরীরে বিরক্তি তুলে গো গো শব্দ করতে থাকেন। স্লোগান চলে।)

—জনতার কাতারে

—আমরাই শক্তি

—শক্তি ও ক্ষমতার

—কোনো ভাগাভাগি নেই

(ঘুরে ঘুরে মিছিল চলার এক পর্যায়ে দু'জন পুলিশ কনস্টবলকে মঞ্চে এসে হাত মুখ বাধা নেতাদের নিয়ে যেতে দেখা যায়। টুপি ওয়ালার কাছে আসতেই হাসেম তাকে কষে লাথি মারে। কাপড় ঠিক করে রাগত স্বরে টুপি ওয়ালা কঠিন মন্তব্য করেন।)

টুপি ওয়ালা: হে কমবখ্‌ত, মনে রাখিস মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন কখনো এই ধরনের অপরাধের ক্ষমা করেন না।

(হাসেম গো গো করে আরো রাগ দেখালে টুপি ওয়ালা সরে যায়।)

একাদশ দৃশ্য

(মঞ্চের একপাশে হাসেমের হাত দুটো জানালার সিকে বাঁধা। পা-দুটোও দড়ি দিয়ে জোড়া করে বাঁধা হয়েছে। পাশে দু'বালতি গরম পানি, একটি ইট ও একখানা দা। ধুমধাম করে তিনজন বিভিন্ন পোষাকের (আর্মি, বিডিয়ার, পুলিশ) জোয়ান মঞ্চে ঢুকে ওকে এলো পাতাড়ি পিটাতে থাকে। হাসেমের মুখের স্কাসটেপ আগেই সরিয়ে নেয়া হয়েছে। ওর শরীর কেটে কেটে রক্ত ঝরে। আর্ত চিৎকারে চারিদিক পাগল হয়ে যায়। পিটানোর দাপটে রক্তের সিটাগুলো অত্যাচারীদের গায়েও পড়ে। এক পর্যায়ে হাসেম অজ্ঞান হয়ে যান। সিক থেকে হাত খুলে ওকে টান টান করে শুইয়ে দেয়া হয়। একই ভাবে নিস্তেজ পড়ে থাকেন। সিপাইদের একজন এ সময় শিস দিলে একটি ট্রেতে করে তিন কাপ চা নিয়ে আসে এক পিচ্ছি। চা শেষ করে ওরা হাসেমের নাকে মুখে গরম পানি ঢেলে ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনে। এ সময় ইটের উপরে রেখে ওর দুই হাতের আঙুলগুলো একে একে দা দিয়ে কেটে ফেলা হয়। গগন বিদারী চিৎকার ওঠে। এপাশ ওপাশ করে যন্ত্রণায় ছটফট করে সে। এরপরও ওকে মারে সিপাই তিনজন। সাপ মারার মতো পিটিয়ে যখন ওরা নিশ্চিত বুঝতে পারে যে দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেছে তখন পা ধরে টানতে টানতে মঞ্চের বাইরে নিয়ে যায়।)

পর্দা পড়ে